ইহার কোন্ কোন্ অঙ্গ ভক্তির অন্তর্ভুক্ত, তাহা পরে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইবে ॥ ১৬৯ ॥

অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্ব্বোপরিভূমিকাবস্থিতিমধিকারিবিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুম্ প্রক্রিয়ান্তরম্। অত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যপরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং কর্ত্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা। নির্ব্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপং সবিশেষরূপস্য চ তদীয় ভগবদাখ্যাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্। তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্ম্মার্পণরূপমিতি। তদেতত্ত্রয়ং পুরুষযোগ্যতাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লোকসামান্যতো জ্ঞানকর্ম্মভক্তীনামেবোপায়ত্বং নান্যেষামিত্যনুবদতি—যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ১৭০ ॥

যোগাঃ উপায়াঃ। ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তিত্রিবর্গপ্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্। তেষধিকারিহেতুনাহ দ্বাভাম্—নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্। যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ১৭১ ॥

অনন্তর এই অকিঞ্চনা-ভক্তির সর্ব্বোপরি ভূমিকায় অবস্থিতি এবং বিশেষনিষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য পৃথক প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। অর্থাৎ এই অকিঞ্চনাভক্তিই যে নিখিল সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই অকিঞ্চনা ভক্তি বিশেষ সৌভাগ্য ভিন্ন যে লাভ করিতে পারা যায় না, তাহাই দেখাইবার জন্য ভিন্ন প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যে পরতত্ত্বের বৈমুখ্যদোষ পরিহারের জন্য যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্র কর্ত্তব্যতারূপে শাস্ত্র উপদেশ করেন। অর্থাৎ শাস্ত্র যত কিছু উপদেশ করিতেছেন, সকল উপদেশেরই তাৎপর্য্য—জীব অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্ববহির্ম্মুখতাদোষে অশেষ দুঃখে নিষ্পেষিত হইতেছে, সেই দোষনিবৃত্তির জন্য যথাকথঞ্চিৎ রূপে সেই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্য। সেই সাম্মুখ্যহেতুও তিন প্রকার। তন্মধ্যে পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষরূপে ব্রহ্ম নামক আবির্ভাবের সাম্মুখ্য হেতু জ্ঞানরূপ সাধন (১), সেই পরতত্ত্বেরই ভগবদাখ্য সবিশেষ রূপে আবির্ভাবের সাম্মুখ্য হেতু ভক্তিরূপ সাধন (২), সেই পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার সাধনেরই দ্বারস্বরূপ কর্ম্মার্পণরূপ সাধন (৩), এই তিন প্রকার সাধনই সাধকপুরুষের যোগ্যতাভেদে ব্যবস্থা করিবার জন্য লোকমাত্রের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিরই সাম্মুখ্যের উপায় বলিয়া উল্লিখিত আছে; অন্য কোনও সাধনই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যের হেতু হইতে পারে না—ইহাই শ্রীভগবান্ ১১।২০।৬ শ্লোকে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—